

আনন্দমঠ

এম এল দে এণ্ড কো

১৩-১ কলেজ স্কোয়ার



আনন্দমঠ



১১৭৬ সালে বাংলা দেশে ভাল ফসল হয় নাই। পর-বৎসর তাই চালের দাম ভীষণ বাড়িয়া গেল। অতি কষ্টে লোকের দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজা তাঁহার খাজনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিল। এবৎসর সামান্য বৃষ্টি হইল, ফসলও সেইমত। সাধারণ লোকের ভাগ্যে সে ফসল জুটিল না রাজপুরুষেরা সিপাহীদে

জন্য সমস্ত ফসল কিনিয়া রাখিল। লোকে প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা, শেষে অনাহারে মরিতে শুরু করিল। বাংলায় কান্নার রোল উঠিল।

দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকে ভিক্ষা করিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ,—ভিক্ষা জোটে না—লাঙ্গল-গরু, জোত-জমা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবই বেচিতে শুরু করিল। কিনিবার লোকই বা কোথায় ? লোকে গাছের পাতা, বুনো জন্তু খাইতে শুরু করিল। কেহ পলাইয়া গিয়া বিদেশে মরিল। মহামারী—জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত আসিল। কারণ এরা নাকি দুর্ভিক্ষের সাথী। মরিলে ফেলিবার লোকও নাই।

ধনীরাও অট্টালিকায় মরিয়া পচিতে লাগিল। মহামারীতে দেশ শ্মশান হইল। তাই এর নাম হইয়াছে সেই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ লোক এই রাক্ষসীর পেটে গেল।

একখানি গ্রাম। গ্রামের নাম পদচিহ্ন। গ্রাম গৃহময়, কিন্তু জনহীন। ভিক্ষুক নাই রাস্তায়। হাটে বাজারে লোক নাই। তাঁত আছে, তাঁতি নাই, দোকান আছে, দোকানী নাই। ছাত্র অভাবে পাঠশালা খালি। কেবল শ্মশানে শিয়াল কুকুরের ভীড়।

গ্রামের জমিদার মহেন্দ্র সিংহ। আজ তিনি তাঁহার স্ত্রী কল্যাণী আর শিশুকন্যা সুকুমারীকে লইয়া ভাবিতেছেন। এইরূপে আর কতদিন চলিবে ? শেষে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিলেন —কোন শহরের উদ্দেশ্যে।

চলিতে চলিতে পথে পাইলেন এক নির্জ্জন চটি। মহেন্দ্র কল্যাণীকে সাহসে ভর করিয়া কিছুক্ষণ থাকিতে বলিলেন। তাহার পর মহেন্দ্র একটি মাটির কলসী লইয়া বাহির হইলেন—দুধের সন্ধানে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কল্যাণী সভয়ে দেখিতে পাইলেন—কতকগুলি

ছায়ামূর্ত্তি। ক্রমে তাহারা ঘরের মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কল্যাণী মূর্চ্ছা গেলেন। সেই মূর্ত্তিগুলি কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে বহন করিয়া আনিয়া একটি জঙ্গলের ভিতর নামাইল। তাহারা আসলে ছিল দস্যু। সেই গ্রামেরই লোক। খাইতে না পাইয়া চুরি ডাকাতি শুরু করিয়াছিল।

কল্যাণীর গায়ের গহনা লুঠ করিয়া লইল। কিন্তু তাহারা দেখিল, সোনা রূপায় তো পেট ভরিবে না। তাহারা দলপতির কাছে চাল চাহিল। তাহা না পাইয়া তাহারা দলপতিকে মারিয়া ফেলিল। এই অবসরে কল্যাণী তাহার মেয়েটিকে বুকে করিয়া পলায়ন করিলেন। দস্যুদল ইহা পরে জানিতে পারিয়া 'মার, মার' শব্দে কল্যাণীকে খুঁজিতে ছুটিল। মেয়েটিকে কোলে লইয়া ক্লান্ত হইয়া কল্যাণী একটি গাছের তলায় মূর্ছিত প্রায় হইয়া পড়িলেন। ঠিক এমনই সময়ে তাঁহার কানে ভগবানের নাম-গান প্রবেশ করিল। চাঁদের আলোয় চোখ মেলিয়া দেখিলেন, এক শুভ্রমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। অমনি তিনি জ্ঞান হারাইলেন। কল্যাণীকে সন্ন্যাসী তাঁহাদের মঠে লইয়া গিয়া সেবা করিয়া তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করিলেন। পরে তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া তাঁহার শিষ্য ভবানন্দের উপর মহেন্দ্র সিংহের সন্ধানের ভার দিলেন। এই সন্ন্যাসীই আনন্দমঠের সত্যানন্দ ঠাকুর।

দুই

এদিকে মহেন্দ্র সিংহ দুধ লইয়া আসিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজপুরুষদিগের সহায়তা লাভের আশায় নগরের দিকে চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন, সিপাহী বেষ্টিত একখানি গরুর গাড়ী রাজপথ দিয়া চলিয়াছে।

তাহাতে ছিল রাজার খাজনা ; কলিকাতায় যাইবে। তাহাদের অধ্যক্ষ একজন লালমুখ সাহেব। মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া সিপাহীরা তাঁহাকে সন্দেহক্রমে ডাকাত মনে করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া সেই গরুর গাড়ীতে ফেলিয়া রাখিল। সত্যানন্দের আদেশে ভবানন্দ মহেন্দ্রের সন্ধানে যাইতেছিলেন, তাঁহাকেও ডাকাত মনে করিয়া সিপাহীরা হাত-পা বাঁধিয়া মহেন্দ্রের পাশে গাড়ীতে ফেলিয়া রাখিল। সুযোগ বুঝিয়া উভয়ের পরিচয় হইল। তখন ভবানন্দের পরামর্শে গাড়ীর চাকার উপর বাঁধনের দড়ি রাখিয়া দুজনে হাত ও পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। সিপাহীরা ইহার কিছুই জানিল না।

সেই রাজপথের ধারে একটি ছোট্ট পাহাড়ের আড়ালে দুইশত অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী লুকাইয়া ছিল। গাড়ী তাহাদের নিকটে আসিতেই তাহারা সিপাহীদের আক্রমণ করিল। তখন ভবানন্দ ও মহেন্দ্র উঠিয়া পড়িল। অধ্যক্ষ সাহেব নিহত হইল। সিপাহীরা পলায়ন করিল। খাজনার টাকা সেই অস্ত্রধারী সন্ন্যাসীদের হস্তগত হইল। তাহাদের দলপতি জীবানন্দের আদেশে তাহারা টাকা লইয়া মঠে চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র সিংহ ইহাকে ডাকাতি ভাবিয়া যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। তাহাতে ভবানন্দ তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া তিরস্কার করিলেন।

মহেন্দ্র ও ভবানন্দ জ্যোৎস্না রাত্রে পথ চলিতেছেন। ভবানন্দ নিজের মনে গায়িলেন, 'বন্দে মাতরম্' অর্থাৎ মাতাকে বন্দনা করি। মহেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "কে মা ইনি ?"

ভবানন্দ বলিলেন, তাঁহারা সকলেই এই মায়ের সন্তান, জন্মভূমিই তাঁহাদের জননী। একে ছাড়া তাঁহারা অন্য মা-বাপ-ভাই, স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ী জানেন না।—জানেন কেবল সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা

জননী জন্মভূমিকে। তাঁহারা সবাই তাঁর সন্তান। যে রাজা রাজ্য-পালন করেন না, সে কখনও রাজা নয়। দেশের মানুষ ঘাস পাতা খায়। আর রাজা তাদের কাছে খাজনা আদায় করে। সে টাকা ডাকাতি করিয়া লইলে পাপ হয় না। সেই টাকায় তাঁহারা গরীবদের পালন করেন। অকর্মণ্য রাজাকে তাড়াইতে হইবে, এই সন্তানসেনার পণ—ব্রত। ব্রত উৎযাপন হইলে আবার তাঁহারা ফিরিয়া যাইবেন তাঁহাদের গৃহে। আর ব্রত সফল না হয়—সকলে প্রাণ দিবেন দেশের জন্য।

ভবানন্দ মহেন্দ্রকে মঠে সত্যানন্দের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার রক্ষা পাওয়ার ইতিহাস শুনিলেন। সত্যানন্দ তাঁহাকে জননী জন্মভূমির 'তিনমূর্ত্তি' দেখাইলেন—'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, আর মা যা হইবেন।' অর্থাৎ দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। মহেন্দ্রের মত ঘুরিয়া গেল। তিনি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। কেবল একবার স্ত্রী ও কন্যাকে দেখিতে চাহেন। সত্যানন্দ উপযুক্ত সময়ে দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অনেক দুঃখের পর কল্যাণী ও মহেন্দ্রের দেখা হইল। বনের বাইরে নদীতীরে আসিয়া তাঁহারা বসিলেন। দু'জনেই কাঁদিয়া আকুল। কথায় কথায় কল্যাণী স্বামীকে বলিল,—সে স্বামীর দেশসেবার পথে বাধা হইবে না। তাঁহার আঁচলে ছিল কৌটায় বিষের বড়ি। স্বামীকে দেখাইয়া বলিলেন, ইহাই তাঁহার পথ মুক্ত করিয়া দিবে। কৌটাটি পাশেই পড়িয়া রহিল। তাঁহাদের মেয়েটি খেলার জিনিষ মনে করিয়া কৌটাটি হাতে লইয়া ঢাকনিটি খুলিয়া বিষের বড়ি পাইল; অমনি মুখে পুরিল। কল্যাণী ও মহেন্দ্রের হুঁস হইলে, কল্যাণী সেই বড়ি মেয়ের মুখ হইতে বাহির করিয়া নিজে গিলিয়া ফেলিলেন। বিষের ক্রিয়ায় মা ও মেয়ে দুইজনেই অচেতন হইয়া পড়িলেন। কানে আসিল

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গানের সুর। এই সময় কে যেন আসিয়া মহেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

এদিকে নগরে খুব গোলমাল। লুঠ হইয়া গিয়াছে রাজকোষ—নিশ্চয়ই ইহা সন্ন্যাসীদের কাজ। সিপাহী বরকন্দাজ সব সন্ন্যাসী ধরিতে ছুটিল। নদীতীর হইতে মহেন্দ্র ও সত্যানন্দঠাকুরকেও তাহারা ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে আটক রাখিল। মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যার জন্য কাতর হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী তাঁহাকে বলিলেন, স্ত্রী কন্যার জন্য মহেন্দ্রের কোন ভাবনা নাই। সন্তানেরা তাহার ব্যবস্থা করিবে; আরও কথা যে, তাঁহারা উভয়ে সেই রাত্রেই কারাগার হইতে মুক্ত হইবেন। মহেন্দ্র বিশ্বাস করিলেন।

তিন

জীবানন্দ দূর হইতে সত্যানন্দের গানের সুরে কল্যাণীদের অবস্থা অবগত হইয়া নদীতীরে আসিলেন। কন্যাটিকে জীবিত দেখিয়া জীবানন্দ তাহাকে লইয়া বনের বাহিরে ভরুইগ্রামে বোনের বাড়ী রাখিয়া আসিলেন। কল্যানীর অসাড় দেহ সেখানেই পড়িয়া রহিল। বোনের বাড়ীতে জীবানন্দের সাক্ষাৎ হইল স্ত্রী শান্তির সহিত। শান্তি জীবানন্দের বীরপত্নী। লেখাপড়ায়, বুদ্ধিতে, সাহসে স্ত্রীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা। এমন কি, তিনি ঘোড়ায় চড়িতেও জানিতেন। 'সন্তান-ধর্ম্মে' স্ত্রীর মুখ দেখা বারণ, কাজেই জীবানন্দ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সত্যানন্দ ঠাকুরকে উদ্ধার করিতে যাইবার পথে ভবানন্দ কল্যাণীকে দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি বনজ পাতার রস দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। তাহার পর তাঁহাকে ঘোড়ায় করিয়া নগরের গলিপথে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানদল হাজারে হাজারে জড় হইল। তাঁহাদের নেতা জ্ঞানানন্দ। কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষীদের হত্যা করিয়া তাঁহারা সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহাদের দাপটে রাজার সিপাহীরা ছুটিয়া আসিল, সঙ্গে তাহাদের কামান। লড়াই বেশীক্ষণ হইল না, সন্তানদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

মহেন্দ্র জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা কেহই নাই। তিনি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। সত্যানন্দ তাঁহাকে ও নবীনানন্দ নামধারী শান্তিকে দীক্ষা দিলেন। শান্তির ছদ্মবেশ ধরা পড়িল। ঠাকুর জানিতে পারিলেন, তিনি জীবানন্দের স্ত্রী। শান্তি গুরুকে বলিলেন, "তিনি শুধু স্ত্রী নন ; সহধর্ম্মিণী—স্বামীর ধর্ম্ম পালন করিবেন। স্বামী যে পথে যাইবেন তিনি হইবেন তাঁহার সাথী।"

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে পদচিহ্নে ফিরিয়া গিয়া অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা ও দুর্গ তৈরী করিতে বলিলেন। নিজে তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়া তিনি দেশবিদেশ হইতে কারিগর পাঠাইবেন।

চার

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, শেষ হইল। পর বৎসর ভাল বৃষ্টি হওয়ায় বাংলা দেশে ফসলও ভাল হইল। কিন্তু কিনিবার লোক কই ? দেশে টাকা নাই। লোকেরা কাড়িয়া যাহা পায় তাহাই খায়। জমিদার খাজনা পায় না। সাধুরা লুকায় ঘরের কোণে।

সন্তান সম্প্রদায়ের কাজ ঠিকমত চলে। তাহারা কাড়িয়া আনে বন্দুক, পিস্তল। হীরা, মাণিকের চেয়ে একটা ভাঙা বন্দুকের দাম বেশী। রাজপুরুষেরা বাধা দিতে আসিলে তাহাদের বধ করে, দলে দলে মানুষ সন্তানসেনাদলে যোগ দেয়। রাজসৈন্য বাধা দিতে ভয় পায়, বাধা দিলেও পরাজিত ও নিহত হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ইংরাজ কোম্পানীর কর্ত্তা। ভারতকে লোহার শিকলে বাঁধিবার বড়ই বাসনা তাঁহার। কিন্তু সন্তানদলের হরিধ্বনিতে মনে মনে ভীত হন। রাজসৈন্য—দেশী সিপাহী—অকর্ম্মণ্য। তাই তিনি পাঠাইলেন সেনাপতি টমাসের অধীনে কোম্পানীর গোরাসৈন্য। অবশ্য দেশের জমিদারেরাও তাঁহাদের দেশীসৈন্য দিয়া সাহায্য করিলেন। কিন্তু এই সরকারী সৈন্যদল সন্তানসেনার কাছে হতবল হইল। একদিন বাঘ শিকার করিতে গিয়া কাপ্তেন টমাস্ তাঁহার হাতের বন্দুকটি খোয়াইলেন। সন্ন্যাসীবেশে শান্তি তাঁহার বন্দুকটি কৌশলে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বাঁদর বলিয়া বন্দুকটি আবার ফিরত দিলেন। জীবানন্দ তাঁহার স্ত্রীকে চিনিয়াছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু শান্তি বলিল, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কোথায় ?" জীবানন্দের ইচ্ছা শান্তির কাছে পরাজিত হইল।

গুরুদেব সত্যানন্দ শান্তিদেবীকে বলিলেন, "মা, জীবানন্দ, ভবানন্দ, আমি—সকলেই আমরা মরিব, কিন্তু শুধু শুধু মরিয়া লাভ নাই। দেশ জননীকে উদ্ধার করিয়া মরিব।" সত্যানন্দ সন্তান-সৈন্যদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রে আমরা টমাস্‌কে সসৈন্যে বধ করিব। পদচিহ্ন হইতে সতরটি কামান আসিতেছে।"

এমন সময় ইংরাজের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল।

জীবানন্দ গুরুকে প্রণাম করিয়া দশ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। গোরাদের কামানের সামনে সন্তানসৈন্য 'জয় জগদীশ হরে' গায়িতে গায়িতে মরিতে লাগিল। সত্যানন্দের আদেশ হইল ইংরাজের কামান কাড়িয়া আনিতে। ভবানন্দ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া সকলকে তাঁহার পিছনে আসিতে বলিয়া ছুটিলেন,—কামানের

দিকে! বহু সন্তানসেনা নিহত হইল। জীবানন্দ ভবানন্দকে ফিরিতে বলিলেন।

কিন্তু ফিরিবার উপায় নাই। একমাত্র বাম দিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসা যায়! সে দিকে নদী। পুলের উপর উঠিলে শত্রুর দিকে খুব ভাল হইবে। তখন স্থির হইল, খুব কম সৈন্য লইয়া ভবানন্দ সুমুখে থাকিবেন। আর তাঁরই আড়ালে থাকিয়া জীবানন্দ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পুল পার হইয়া যাইবেন। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ ইহা টের পাইল। অন্য একদল গোরা সৈন্য জীবানন্দকে তাড়া করিল। ভবানন্দ টমাস্‌কে পরাজিত করিয়া ঘোড়ার পিঠে বাঁধিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আসিলেন। জীবানন্দের সৈন্যরা ক্লান্ত। জীবানন্দ দেখিলেন, ভবানন্দ গোঁসাই সন্তানসেনা লইয়া আসিতেছেন। তাহারা পুলের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। কামানের গোলা দলে দলে সন্তানসেনা হত্যা করিতেছে। তখন ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ তিনজনে মিলিয়া তোপটা দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর ভবানন্দ কুড়িজন বাছা বাছা সৈন্য লইয়া পুলের মুখ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্তানসৈন্য পুল পার হইয়া গেল।

দলে দলে শত্রুসৈন্য ভবানন্দকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ বনের ভিতর হইতে মহেন্দ্রের সতরটি কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। হে৷ সাহেবের দল সেই সকল কামানের গোলায় মরিতে লাগিল। শেষে তাহাদের যে কয়জন বাঁচিল, প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

ইংরাজের তোপ সন্তানসেনা কাড়িয়া লইয়াছিল। হো, ওয়াট্‌সন্ সন্ধি প্রার্থনা করিল। কিন্তু ভবানন্দ রাজি নহেন। আজ তাঁহার মরিবার দিন। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিলেন।

পাঁচ

যুদ্ধজয়ের পর অজয় নদের তীরে সন্তানসেনা উৎসবে মগ্ন হইল। কিন্তু ভবানন্দের জন্য সত্যানন্দ দুঃখিত হইলেন।

সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সত্যানন্দ সকলকে বলিলেন "আমাদের ব্রত সফল হইয়াছে। রাজ-সৈন্য এবারেও হতবল। তোমরা রাজধানী অধিকারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ কর। বরেন্দ্র ভূমিতে সন্তান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা প্রচার কর। প্রজাদের নিকট কর আদায় কর।"

সত্যানন্দকে সিংহাসনে বসিবার কথা বলা হইতেই তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। রাজা তিনি হইতে পারেন না, তিনি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।

সকলকে বিদায় দিয়া সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ, এখন সংসারী হইতে পার।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠাকুর! স্ত্রী-কন্যা ছাড়া কাহাদের লইয়া আমি সংসারী হইব বলুন।"

সত্যানন্দ জানাইলেন—নবীনানন্দের কাছে মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যার সন্ধান পাইবেন। উভয়েই বাঁচিয়া আছে। মহেন্দ্র ও নবীনানন্দ নগরের দিকে যাত্রা করিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে সত্যানন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক মহাপুরুষ আসিয়া বলিলেন "বৎস দিন পূর্ণ হইয়াছে। সত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভু! আজ ক্ষমা করুন, আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আপনার আদেশ পালন করিব।"

মহাপুরুষ অদৃশ্য হইলেন।

ছয়

কল্যাণী যে আশ্রয়ে ছিলেন সেইখান হইতে তিনি সন্তানগণের জয়ের খবর শুনিলেন। কল্যাণী গভীর রাত্রেই পদচিহ্নের দিকে চলিলেন। পথ চিনেন না। পথে দস্যুর হাতে পড়িলেন; অমনি তাহাদের হাত ছিনাইয়া ছুটিতে লাগিলেন। দস্যুও ছুটিতে লাগিল পিছু পিছু। জঙ্গলে প্রবেশ করিতেই এক সন্ন্যাসী লাঠির ঘায়ে দস্যুকে আহত করিল। দস্যু পলাইয়া গেল। সন্ন্যাসী শুনিলেন, কল্যাণী পদচিহ্নে যাইবেন। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, ইনিই মহেন্দ্রের স্ত্রী। সন্ন্যাসীও পরিচয় দিলেন, তিনি জীবানন্দ গোঁসাইয়ের স্ত্রী—শান্তি, এখন নবীনানন্দ গোঁসাই।

পরদিন পদচিহ্নের দুর্গে বড় আনন্দের ঢেউ উঠিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর মিলন হইল। জীবানন্দ তাঁহার বোনের নিকট হইতে তাঁহাদের কন্যা সুকুমারীকে আনিলেন, সঙ্গে তাঁহার বোন নিমাইও আসিল।

উত্তর বাংলা নবাবের হাতছাড়া। কিন্তু তাহা বলিয়া যুদ্ধ শেষ হইল না। হেষ্টিংস্ তখন বাংলার লাট্। তিনি দেখিলেন, সন্তানদের শক্তি খর্ব্ব করিতে না পারিলে এদেশে ইংরাজদের মঙ্গল নাই। মেজর এড্-ওয়ার্ডসকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি ভাবিলেন 'এ কেমন যুদ্ধ ? শত্রুর রাজধানী, দুর্গ, সেনা কিছুই নাই, অথচ ইংরাজদের অধিকৃত গ্রাম ধ্বংশ হয়, সৈন্য মরে। সন্ধান লইয়া জানিলেন, পদচিহ্নের দুর্গে অস্ত্রাগার, ধনাগার সবই আছে। কিন্তু খবর লইয়া পদচিহ্নের সৈন্যবল কত না জানিয়া হঠাৎ আক্রমণ করা ঠিক হইবে না। তখন এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।'

সামনেই মাঘী পূর্ণিমা। তাহার শিবিরের কাছে নদীতীরে তখন একটি মেলা বসিবে। শুনিলেন মেলায় এবার খুব ঘটা হইবে। বিজয়ী

সন্তানগণ মেলায় খুব বীরত্ব দেখাইবে। সেই অবসরে মেজর পদ্চিহ্ন আক্রমণ করিবেন। মেজরের কৌশল মহেন্দ্র বুঝিলেন না। অল্পমাত্র সৈন্য দুর্গে রাখিয়া বেশীর ভাগ সৈন্য লইয়া মেলায় গেলেন। শান্তি ও জীবানন্দ পূর্ণিমার দিন দুর্গে ছিলেন। সন্তান-ব্রত ভঙ্গের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য যাইতেছিলেন।

পথে শুনিতে পাইলেন, ইংরাজ সন্তানসেনা আক্রমণ করিবে। স্থির করিলেন, যুদ্ধ করিয়াই তাঁহারা প্রাণ দিবেন। এক টিলার উপর উঠিয়া ইংরাজ-শিবির দেখিতে পাইলেন। শান্তি স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক রহস্যময় কাজে নামিলেন। সারং হাতে বৈষ্ণবী সাজিয়া ইংরাজ-শিবিরে তিনি গমন করিলেন। পদ্চিহ্নে বাড়ী শুনিয়া মেজরের আগ্রহ হইল। বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইয়া প্রথমে সাহেবকে গান শুনাইল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমার বাড়ী কোঠা বিবি ?" বৈষ্ণবী বলিলেন, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদ্চিহ্ন।"

সাহেব—হুঁয়া একঠো গর হ্যায় ?

বৈষ্ণবী—ঘর ?—কত ঘর আছে।

সাহেব—গর নেই,—গর নেই—গর-গর—

শান্তি—সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড় ?

সাহেব—ইয়েস্ ইয়েস্ গর। গর। হ্যায় ?

শান্তি—গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব—কেটে, আড্মি ?

শান্তি—গড়ে কত লোক আছে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব—নন্সেন্স। একঠো কেল্লামে ডোচার হাজার রহে শক্তা। হুয়ি পর আবি হ্যায় ? ইয়া নিকাল গিয়া ?

শান্তি—আবার নেকলাবে কোথা ?

সাহেব—মেলামে—টোম্ কব্ আয়া হুয়াসে ?
শান্তি—কাল এসেছি সাহেব।
সাহেব—ও লোক আজ নিকাল গিয়া হোগা।

বৈষ্ণবী অতশত বুঝে না। পরশু আসিয়া খবর দিতে পারে। সাহেব বলিল, 'না রাতেই খবর চাই।' সঙ্গে তিনি লিণ্ড্লে সাহেবকে দিলেন, সে ঘোড়ায় চড়িয়া শান্তির সঙ্গে সংবাদ আনিতে যাইবে।

শিবির ছাড়াইয়া নির্জ্জন স্থানে আসিয়া শান্তি লিণ্ডলে সাহেবের সঙ্গে ঘোড়ায় চাপিয়া বসিলেন এবং হঠাৎ ধাক্কা দিয়া লিণ্ডলেকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়া বায়ুবেগে সোজা জীবানন্দের কাছে হাজির হইলেন।

জীবানন্দ সব কথা শুনিয়া মহেন্দ্রকে খবর দিতে ছুটিলেন এবং শান্তি ঘোড়ায় করিয়া দ্রুতবেগে সত্যানন্দকে খবর দিতে গেলেন।

সাত

এদিকে লিণ্ডলে সাহেবের দুর্দ্দশার খবর পাইয়া এড্ওয়ার্ড সাহেব শিবির তুলিয়া যাত্রা করিল। মহেন্দ্রও সন্তানসৈন্য লইয়া মেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। বেলা পড়িয়া আসিল দেখিয়া সেনাপতি মহেন্দ্র সিংহ এক আমবাগানে তাঁবু খাটাইবার আজ্ঞা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী টিলাটি একবার দেখিতে গেলেন। সন্তানসৈন্যগণ হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, সেনাপতি জীবানন্দ পাহাড়ের উপর উঠিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিতেছেন। জীবানন্দ দূর হইতেই চিৎকার করিয়া বলিলেন, টিলার ওপরেই এড্-ওয়ার্ড সাহবের সৈন্য। আগে যে টিলায় উঠিবে তাহারই জিত।

সন্তানসেনা পাহাড়ে উঠিতে যাইয়া দেখিলেন, মহেন্দ্র সিংহ দ্রুত নামিয়া আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে কামান লইয়া ইংরাজ-সৈন্য

সেখানে উঠিয়া আসিতেছে। জীবানন্দ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সন্তানসেনাও উচ্চৈঃস্বরে গায়িল—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি,
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।"

কিন্তু ইংরাজের কামানের গোলায় সে মহাগীতি ভাসিয়া গেল। সন্তানসেনা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। জীবানন্দ ও মহেন্দ্রের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা পিছু হটিতে লাগিল। আর একবারে সকলের বিনাশ সাধনের জন্য 'হুররে!' শব্দ করিতে করিতে গোরা পল্টন তাহাদের পিছনে তাড়া করিল।

তখন জীবানন্দ চিৎকার করিয়া বলিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।" তাঁহার আহ্বানে সন্তান-সৈন্য মার মার শব্দে ইংরাজকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

এই সময় সত্যানন্দ ঠাকুর পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া ইংরাজ সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র, জীবানন্দ ও সত্যানন্দের তিন দিক্ হইতে আক্রমণে বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত ও নিশ্চিহ্ন হইল। হেষ্টিংসের কাছে খবর লইয়া যাইবার জন্য একজনও রহিল না।

আট

মাঘী পূর্ণিমার রাত!

ভীষণ রণক্ষেত্র মৃত্যুর মত স্থির। মাঝে মাঝে শুধু আহতদের ক্ষীণ আর্তনাদ। জীয়ন্তে, মৃতে, মানুষে, অশ্বে একেবারে যেন মিশিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে পথচলা দুঃসাধ্য!

কিন্তু একটি স্ত্রীলোক মশাল হাতে চারিধারের মৃতদেহগুলি সরাইয়া যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াতেছে। কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছে তাহাকে না পাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই মেয়েটি শান্তি, জীবানন্দের দেহ খুঁজিতে ছিল। এমন সময় জটাজুটধারী এক বিরাট্ দেহ মহাপুরুষ আসিয়া বলিলেন, "উঠ মা! কাঁদিও না।"

তিনি জীবানন্দের দেহ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। শান্তি না বুঝিলেও তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, জীবানন্দের দেহে প্রাণ আছে।

মহাপুরুষের আদেশে শান্তি জীবানন্দের দেহ নিকটের পুকুরে লইয়া গেলেন এবং শরীরের সমস্ত রক্ত ধুইয়া ফেলিলেন। মহাপুরুষ বন্য লতা-পাতার রস আনিয়া জীবানন্দের সকল ক্ষতে লাগাইয়া সমস্ত শরীরে তাঁহার মঙ্গল হস্ত বুলাইয়া দিলেন। জীবানন্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। শান্তিকে জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যুদ্ধে কাহার জয় হইয়াছে?" শান্তি বলিল, "তোমারই জয় হইয়াছে। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।" কিন্তু উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তখন কোথাও কেহ নাই।

শান্তি বলিল, "মায়ের কার্য্য শেষ হইয়াছে। আর তুমি যখন মরিয়া বাঁচিয়াছ তখন প্রায়শ্চিত্তের আর দরকার নাই। এ দেশ এখন সন্তানের। চল আমরা তীর্থে তীর্থে দেবতার আরাধনা করিয়া বেড়াই।"

এই বলিয়া তাঁহারা হাত ধরাধরি করিয়া সেই জ্যোৎস্নাময় রাতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সত্যানন্দ ঠাকুর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মঠে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এমন সময় সেই চিকিৎসক মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন, "আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "চলুন আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রভু! এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। যখনই যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিলাম, তখন এ আদেশ কেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরাজ এখন রাজা হইবে। কাতর হইয়া লাভ নাই সত্যানন্দ। সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বাহিরের জ্ঞানের আবশ্যক। আমাদের সে জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। ইংরাজ সেই জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত। সুতরাং এখন ইংরাজকে রাজা করিব।"

সত্যানন্দ কাতরস্বরে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা, তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না।"

তাহার পর মহাপুরুষ তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

বাংলায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কাজ তখনকার মত শেষ হইল।



প্রকাশক—শ্রীহরিমোহন দে। ১৩/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ। ঘোষ আর্ট প্রেস, ১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

মূল্য আট আনা মাত্র